বেগম রোকেয়া বেঁচে থাকবেন পরাণ রহমাণদের মাঝে

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

অধুনা বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং আশপাশ এলাকায় কন্যা সম্প্রদায়ের বিবাহপর্বে প্রতিযোগিতামুলক স্বর্ণদাবী প্রথা শুরু হয়েছে। মানুষের বিশেষ করে নারীদের মানবীয় অলংকার, চরিত্রের অলংকার, মানসিকতার অলংকার হরণ করে তাদের স্বর্ণের অলংকারে ভারাক্রান্ত করার প্রচলিত সংস্কৃতির যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবিয়ে তুলছে চিন্তশীল ও সুশীলদের। নারী জাগরণের অলোকবর্তিকা বেগম রোকেয়া আজ থেকে অনেক বছর আগে উপলব্দি করেছেন, হাতে-নাকে-পায়ে ভারী ভারী স্বর্ণালংকারে গৃহবন্দী ললনাদের দুঃখ আর বেদনার কথা। তিনি সকলের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন এই ভারাক্রান্ত নারী সৌন্দর্যবর্ধক অলংকারের বোঝা নিয়েইতো কাহিল হওয়ার কথা। বন্দিনী বর্হিবিশ্ব, সংসারের বাইরের চিন্তা-চেতনা করার অবকাশ পাবেন কোথায়!

বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা দিবাস্বপ্নের নামান্তর। তাই তিনি বলেছেন পুরুষ যখন ভু-পৃষ্ঠ থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন তখন নারীরা মাপেন বালিশের কাভারের সাইজ। তিনি বলেন পুরুষ কাজ না করলে যেমন সংসার চলেনা তেমনি নারীও যদি কাজ না করেন তাহলে সংসার চলেনা। তিনি নারীদের পুরুষের অনুগ্রহ, অনুকম্পা না নিয়ে স্বাধীনভাবে কর্মস্থলে ছড়িয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছেন সর্বদা। বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণও একজন সংগ্রামী নারী। তিনি তাঁর মা সাজেদা খাতুনের চোখে আশৈশব স্বপ্ন দেখতেন বাংলার নির্যাতিত নারীদের স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক মুক্তি। তাই তিনি যুদ্ধোত্তর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঘাসফুল। তিনি ঘাসফুলের পতাকাতলে বহু নারীদের সংঘটিত করেন। অবলা নারীদের তিনি হাত ধরে বুঝালেন তারা অবলা নয়, পরিত্যক্ত নয়। তাদের মান আছে, হুঁশ আছে, তারাও মানুষ, আশরাফুল মাখলুকাত। তারাও পারে কর্মজগতে নিজের অবস্থান সু-দৃঢ় করতে, পরিশ্রমের সুফল বয়ে আনতে, পরিবারের হাল ধরতে, দুঃখিনী মা আর রোগাক্রান্ত বাবার নিশ্চয়তা দিতে।

তিনি ঘাসফুলের কর্মসূচীগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়ন কার্যক্রম চালু করেন। কার্যক্রমগুলো হলো, শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে গড়ে তোলেন অর্ধশতাধিক প্রশিক্ষিত ধাত্রী। যারা বস্তির ঘরে ঘরে গিয়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করে চলেছেন। জন্মদাত্রী যাদের বলা হয় দায়মা, তাদেরকে তিনি সম্মানিত করলেন প্রত্যেকের নামে "প্রশিক্ষিত ধাত্রী" সাইনবোর্ড দিয়ে। এই অশিক্ষিত কিন্তু প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা নিজেদের ঘরের সামনে নিজেরই নাম অলংকিত সাইনবোর্ড খাটিয়ে গর্ববোধ করেন। আমেনা, সখিনা, গুলবাহার নামে এসব ধাত্রীরা সমাজের তৃণমুল পর্যায়ে ক্ষমতায়িত নারী হয়ে দরিদ্র নারীদের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করছেন। পরাণ রহমান এর সৃষ্ট ধাত্রীদের নিয়ে একটি বইও প্রকাশ করেন "তৃণমুল রমণী"। ঘাসফুল মিশন ভিশন বাস্তবায়নে তিনি প্রতিষ্ঠাতা করেন ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে দক্ষ প্রশিক্ষককের মাধ্যমে তৃণমুল নারীদের আয়-উপার্জনের স্বপ্ন বুনেন আরেক নারী পরাণ রহমাণ। শহরের বস্তীবাসিনীদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেন প্রশিক্ষণ আর ঘরে বসে উপার্জনের পন্থা। দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের তিনি স্বল্প বেতনে কিংবা বিনাবেতনে সেলাই প্রশিক্ষণ দেন, যাতে তারা প্রশিক্ষিত হয়ে ঘরে বসে

উপার্জন করতে পারেন। বস্তিবাসী অশিক্ষিত নারীদের চিহ্নিত করে পরাণ রহমান তার মেধার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী চয়ন করেন।

অভাবে গ্রামত্যাগী, গৃহত্যাগী ছিন্নমূল ভাসমান নারী যারা চট্টগ্রাম শহরের নানান বস্তিতে ঠাঁই নিয়ে অসহায় দিনাতিপাতে ডুবে পড়েন। স্বামীর স্বল্পআয়, দিনমজুর, রিক্সাচালক এবং ঠেলাচালক এর বউ হয়ে যারা দিবারাত্রি নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়, ওইসকল নারীদের নিয়ে তিনি দুর্জয় কাফেলার যাত্রী বানালেন। তিনি তাদের স্বাবলম্বী করার নিরন্তর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। অস্বচ্ছল পরিবারের নারী ও শিশুর দুর্দশা পরাণ রহমানকে ব্যথিত করেন। তাঁর চিন্তা এবং জন্মের ঋণ শোধের ফসল ঘাসফুল। বস্তির ছোট্ট ঘরের একচিলতে অংশে ১০-১৫টা শিশুকে আক্ষরিক প্রশিক্ষন দান। সেইসাথে শিশুর মায়েদের হাতের কাজ, সেলাই, আচার তৈরী, নোনা ইলিশ প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষন দেয়া হয়। বর্তমানে অনেক মহিলাকর্মী সৃষ্টি হয়েছেন। তারা বুটিক দক্ষ কর্মী হিসাবে কর্মরত উপার্জনশীল নারী। উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন এবং তাদের দেখাদেখি অনগ্রসর অনেক নারী ঘাসফুল "সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" এর শিক্ষা সমাপণ করে দোকানে দোকানে পেটিকোট, শিশুর পোশাক, মেয়েদের জামা সাপ্লাই দেন। ছোট্ট ছোট্ট বিক্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। তাদের অধীনে কয়েকজন কর্মী কাজ করছেন। এইভাবে এশিয়ার নারী উন্নয়ন স্বপ্নদ্রস্টা বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের নারীরা আলস্যের আড়মোড়া ভেঙ্গে নিরলস পরিশ্রম করে নারী উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অবদান রেখে চলেছেন পরাণ আপার নেতৃত্বে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলে নারী শিশুকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। বোনের হাত ধরে ভাইটাও ঘাসফুল শিক্ষাকেন্দ্রে এনএফপিই এর আওতায় পাঠ গ্রহণ করছে। ঘাসফুলের পাঠ শেষে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা কারিগরী প্রশিক্ষনের জন্য ইউসেপ স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। ঘাসফুল এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় ইউসেপ স্কুলের পাঠশেষে বর্তমানে হযরত আলী বাবুল উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসিত পড়ছে এবং পাশাপাশি চাকুরী করছে ঘাসফুলে। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত / নজির আছে ঘাসফুল রেখেছে সমাজে।

বেগম রোকেয়ার সুষম উন্নয়নে বিশ্বাস করেন ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা। বেগম রোকেয়ার ১২৭তম জন্মবার্ষিকী এবং ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে "বেগম রোকেয়া দিবস'০৭" উদযাপন উপলক্ষে ঘাসফুলের তৃণমূল পর্যায় থেকে মূল কার্যালয় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছবিসহ আলোচনা এবং বেগম রোকেয়ার সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। আমরা প্রতিবছর এই মহিয়ষী নারীকে স্মরণ করি। বেগম রোকেয়া অন্ধকার সুড়ুঙ্গের পথে গুহার মধ্য দিয়ে আলো দেখিয়ে গেছেন। আমরা এখনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। নারীর স্বাতন্ত্রবোধ, স্বাধীকার অর্জন ও ক্ষমতায়নের জন্য ঘাসফুলের নারী ও পুরুষকর্মী একসাথে কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের এই বিজয়ের মাসে বেগম রোকেয়ার প্রজ্জলিত মশাল দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, তার উত্তরসূরী পরাণ রহমানের দ্যুতিতে জ্যোর্তিময় হয়ে উঠুক!

একই দিন বিকালে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা নগরীর মুসলিম হলে বেগম রোকেয়া উদযাপন পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বেগম রোকেয়ার অনুরক্ত,ভক্ত কী ঘরের কোনে চুপটি করে থাকতে পারেন? যার সাধনা রোকেয়ার অমোঘ ক্ষুরধার লেখনি জন্ম থকে জনান্তরে ছড়িয়ে দেয়া, স্থবির সমাজকে চলমান করা। তিনিই আমাদের কর্মসংস্থানকারী ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ তথা পরাণ আপা। আমরা তার রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি বেঁচে থাকুন আমাদের মাঝে হিঝল হয়ে, বটবৃক্ষ হয়ে।

------------- সৈয়দ মামুনূর রশীদ, প্রাবন্ধিক, গল্পকার এবং কবি

মামুনের আগের লেখা প্রবন্ধ ও কবিতাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন